**মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য টকিং পয়েন্টস**

প্রেস ব্রিফিং, বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

* দেশী ও প্রবাসী মিডিয়ার সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা।
* ইউএনজিএ'র ৬৮তম অধিবেশনে যোগ দিতে আমি ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছেছি। এই কয়দিন অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটিয়েছি। সফরটি অত্যন্ত সফল ও ফলপ্রসু হয়েছে।
* প্রেসিডেন্ট ওবামা ও মিশেল ওবামা, কাতারের আমীর শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি, কমনওয়েলথ মহাসচিব মি. কমলেশ শর্মা, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ওয়াং ই, সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স সাউদ আল ফয়সল সহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেছি। সবার সাথেই বেশ আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে।
* আগামীকাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এবং জাতিসংঘের মহাসচিব মি. বান কি-মুনের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
* সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর প্রতিবছর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়েছি। এবারের সরকারেও পর পর পাঁচবার বাংলায় ভাষণ দেই। বাংলাকে বিশ্বদরবারে সমুজ্জ্বল করার এ অনন্য সুযোগ দেয়ার জন্য দেশের জনগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
* বাংলার জনগণ আমাকে আবারও সুযোগ দিলে বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষায় পরিণত করতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি।
* এবার আন্তর্জাতিক অনেকগুলো ইস্যুর ওপর আয়োজিত বৈঠকে অংশ নিয়েছি।
* এর মধ্যে আছে:
* High-level Event on "Tackling the Unfinished Business: Accelerating MDG Progress."
* Leaders' Dialogue: High-level Political Forum from Vision to Action.
* Roundtables to follow up efforts made towards achieving the MDGs.
* Anniversary Event on the "Global Education First Initiative"
* High Level Meeting of the General Assembly on Nuclear Disarmament.
* Signing ceremony of the Arms Treaty and the Protocol V on Explosive Remnants of War of Convention on Certain Chemical Weapons.
* The International Organization for South-South Cooperation এর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি।
* ইউএস চেম্বারের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেছে।
* বিভিন্ন মিডিয়াতে সাক্ষাৎকার দিয়েছি ও দেব।
* আমরা প্রায় ৪ বছর ৯ মাস সরকার পরিচালনা করছি। সরকার এই পৌনে চার বছরে প্রতিটি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। যার সুফল জনগণ ভোগ করছে।

(ক) অর্থনীতি:

* সামষ্টিক অর্থনীতি অত্যন্ত স্থিতিশীল।
* স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওর'স্ এবং মুডি'স এর রেটিং-এ সার্বভৌম ঋণমান পর পর চার বছর অপরিবর্তিত। বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর বিশ্বের আস্থা অর্জন। সরকারী ও বেসরকারী খাতে ঋণ ও সাহায্য পাওয়ার পথ প্রশস্ত।
* বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ৬ দশমিক ৪ শতাংশ।
* মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালের ৬৩০ ডলার থেকে ১ হাজার ৪৪ ডলারে উন্নীত।
* দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি। বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ।
* রফতানি আয়ে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ। গত অর্থবছরে ২৭ দশমিক শূন্য তিন বিলিয়ন ডলার আয়।
* বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশী আয়। প্রায় ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন। অর্থবছরে ৩০ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা।
* মূল্যস্ফীতি প্রতি মাসেই কমছে। গত মাসে তা ৭ দশমিক ৩৯ শতাংশে নেমেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে রাখার লক্ষ্য নির্ধারিত।
* কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। সরকারী খাতে প্রায় ৮ লক্ষ। বেসরকারী খাতে  ৯০ লক্ষ কর্মসংস্থান।
* রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে গড়ে ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন। গত অর্থবছরে ১৪ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলার প্রাপ্তি। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে ২ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলার প্রাপ্তি। বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম রেমিটেন্স অর্জনকারী দেশ।
* প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। প্রবাসে যাওয়ার সময় ও ফিরে আসার পর সহজ শর্তে ও কম সুদে ঋণ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি। প্রবাসে যেতে আগ্রহীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ সৃষ্টি। মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ।
* বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ডলার। বিএনপি-জামাত আমলে ৩ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ ছিল।
* রাজস্ব আয় দ্বিগুণের বেশী বৃদ্ধি। এডিপি প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ২২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা থেকে ৬৫ হাজার ৮৭০ কোটিতে উন্নীত। বাস্তবায়ন হার প্রায় ৯৭ শতাংশ।
* মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত প্রায় শতভাগ বাস্তবায়ন।
* প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য সবাইকে করের আওতায় আনয়ন।
* মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশের মধ্যে আছে। ২০০৯ সালের শুরুতে তা প্রায় ১৩ শতাংশ ছিল।
* দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে ২৬ শতাংশে হ্রাস। ৫ কোটির বেশী মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত।

(খ) সন্ত্রাস দমন:

* সন্ত্রাস বিরোধী আইন প্রণয়ন। জঙ্গীবাদ কঠোর হস্তে দমন। যদিও নানা রকম ষড়যন্ত্র এখনো চলছে।
* সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ‘‘জিরো টলারেন্স'' নীতি বাস্তবায়ন।
* আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপক উন্নয়ন। উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান। পুলিশ বাহিনীতে কাউন্টারটেরোরিজম ইউনিট গঠন। প্রযুক্তি-নির্ভর সার্ভিলেন্স পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা।
* মানবাধিকারকে গুরুত্ব প্রদান।

(গ) ডিজিটাল বাংলাদেশ:

* ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে দ্রুত অগ্রগতি।
* আইসিটি সুবিধা গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত। প্রতিটি ইউনিয়নে ইন্টারনেট সুবিধাসহ তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু।
* ই-ব্যাংকিং, ই-হেলথ, ই-কৃষিসহ প্রায় ২০০টির বেশী ই-সেবা চালু।
* ২৫ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট সেবা গ্রহণ। থ্রি-জি মোবাইল ফোন চালু। ফোর-জি-ও চালু হবে। ইন্টারনেট স্পীড বৃদ্ধি। আরও বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ। ব্রডব্যান্ড কানেকশন ও আউটসোসিং এর সুযোগ সম্প্রসারিত।
* ইন্টারনেট চার্জ চার দফা হ্রাস। ১ এমবিপিএস ব্যন্ডউইডথের মূল্য ২৭ হাজার টাকা থেকে ৬ হাজার টাকায় হ্রাস।
* ১০ কোটির বেশি মোবাইল সিম ব্যবহার।
* শিক্ষায় আইসিটি'র ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। ই-বুক ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা। বাংলায় কোরআন তরজমা করে পড়া ও শোনার ব্যবস্থা।

(ঘ) শিক্ষা:

* একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
* প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে ভর্তি। এমডিজি-২ অর্জন। স্কুল ফিডিং কর্মসূচী চালু।
* আধুনিক শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন। শিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধি। প্রায় শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিত। সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফল ৬০ দিনের মধ্যে প্রকাশ।
* মেয়েদের শিক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত অবৈতনিক। ১ কোটি ১৯ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপ-বৃত্তি প্রদান। মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য সহায়তার লক্ষ্যে সুযোগ দেয়ার জন্য শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন।
* নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। এমডিজি-২ অর্জন।
* উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি। সরকারী-বেসরকারী সাধারণ ও পেশাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চালু।

(ঙ) স্বাস্থ্য:

* প্রায় ১৫ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কেন্দ্র চালু। নারীসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত।
* বিশেষায়িত হাসপাতালসহ বিভিন্ন জেলায় নতুন নতুন হাসপাতাল নির্মাণ, উপজেলা থেকে রাজধানী পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেডের সংখ্যা বৃদ্ধি।
* নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতে মিডওয়াইফ ট্রেনিং ও নিয়োগ প্রদান। বিভিন্ন ভাতা প্রদান। মাতৃত্বকালীন ছুটি পূর্ণ বেতনে ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত।
* শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৩৬ জনে হ্রাস। ২০০৭ এ ছিল ৬৫ জন। এমডিজি-৪ অর্জন।
* ডাক্তার ও নার্সের পদ বৃদ্ধি। প্রায় ৬ হাজার চিকিৎসক ও ২ হাজার নার্স নিয়োগ।
* অটিস্টিকসহ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সেবা-চিকিৎসা ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিতে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি।

(চ) খাদ্য নিরাপত্তা:

* কৃষিখাতে ব্যাপক সাফল্য। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। এফএও ফুড এ্যওয়ার্ড লাভ। এমডিজি-১ অর্জনে সাফল্য।
* দেশীয় বিজ্ঞানীরা দেশী ও তুষা পাটের জীবন-রহস্য আবিষ্কার। ছত্রাকের জীবনরহস্য উন্মোচন। পাট ও অন্যান্য ফসলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ। জিংক-সমৃদ্ধ জাতসহ ২১টি ধানের জাত উদ্ভাবন।
* শাকসবজি, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, ফলমূল উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি। কৃষিপণ্য রপ্তানি করে গত অর্থবছর ৫৩৬ মিলিয়ন ডলার আয়। পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে ১ দশমিক শূন্য তিন বিলিয়ন ডলার আয়।
* মৎস্য, পোলট্রি ও প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন।

(ছ) বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি:

* বিদ্যুৎ সরবরাহ ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে ৬৬৭৫ মেগাওয়াটে উন্নীত। উৎপাদন ক্ষমতা ৯ হাজার ৫৯ মেগাওয়াটে উন্নীত। ৫৭টি নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ। আরও ৩২টি নির্মাণাধীন।
* ঈদ ও রমজান মাসে কোনো লোডশেডিং ছিল না।
* গ্যাস সরবরাহ ১৭১৩ মিলিয়ন ঘনফুট থেকে ২৩০৪ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত। নতুন নতুন কূপ খনন। নতুন সংযোগ দেয়া শুরু।
* ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি, পারমাণবিক ও কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।

(জ) ধর্মীয় সম্প্রীতি:

* সংবিধান সংশোধন। অসাম্প্রদায়িক চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।
* ঈদ, দুর্গাপূজা, বড়দিন, বুদ্ধ পূর্ণিমা দেশজুড়ে সার্বজনীন উৎসব হিসেবে পালিত। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার - এ নীতি বাস্তবায়িত।
* আল কোরআন ডিজিটাল ওয়েবসাইট তৈরী।

(ঝ) সমুদ্রসীমা:

* মায়ানমারের সাথে সমুদ্র জয়। ২০১৪ সালে ভারতের সাথেও জয়ী হবো।

(ঞ) নারীর ক্ষমতায়ন:

* অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর ব্যাপক অগ্রযাত্রা। নারী উদ্যোক্তাদের সুদবিহীন ঋণ প্রদান। শিল্প প্লট বরাদ্দে অগ্রাধিকার প্রদান।
* কর্মক্ষেত্রে ও রাজনীতিতে নারীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত। প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, সংসদ উপনেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা সবাই নারী। ৭০ জন নারী এমপি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১৪ হাজার নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত।
* প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সেবাখাত, সামরিক-বেসামরিক বাহিনী, জাতিসংঘ শান্তি মিশনসহ সর্বত্র নারীর সুদৃঢ় অবস্থান।
* দেশ-বিদেশে প্রশংসা। বাংলাদেশ বিশ্বের জন্য অনুকরণীয়। এমডিজি-৩ অর্জন।

(ট) যোগাযোগ:

* স্থল, নৌ ও রেল যোগাযোগে ব্যাপক উন্নয়ন।
* ১৩টি বৃহৎ সেতু, কুড়িল ফ্লাইওভার, মিরপুর-এয়ারপোর্ট ফ্লাইওভার, মহাখালী ফ্লাইওভার, গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার, চট্টগ্রাম বন্দর ফ্লাইওভার নির্মাণ। আরও ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণাধীন।
* নতুন নতুন রেলওয়ে লাইন চালু। বিভিন্ন রুটে ডেমু ট্রেন চালু।
* নদীখননের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি। নতুন জমি উদ্ধার। বাস্ত্তহারাদের মধ্যে বিতরণ।

(ঠ) দুর্নীতি দমন:

* দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ। স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি। দুর্নীতির অভিপ্রায় তদন্তে সরকারের সহায়তায় মন্ত্রী-উপদেষ্টা-সচিবকে বার বার কমিশনে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পেরেছে।
* দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান।
* তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের তথ্য পাওয়ার সুযোগ হয়েছে। সচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হয়েছে।
* দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

(ড) সংবিধান সংশোধন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার:

* পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
* ১৯৭৩ সালে প্রণীত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা। রায় পাওয়া শুরু। বাঙালি জাতি গ্লানিমুক্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত।

(ঢ) নির্বাচন অনুষ্ঠান:

* এ পর্যন্ত ৫,৭৭৭টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত। ১৭টি সংসদীয় উপ-নির্বাচন, ৯টি সিটি কর্পোরেশন, ৪৮১টি উপজেলা পরিষদ, ২৮৯টি পৌরসভা ও ৪,৪৩৯টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন ও উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত। ৬৩ হাজার ৯৯৫ জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত। প্রতিটি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত। সরকার দলীয় প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু সরকার ও সরকারী দল কোনো হস্তক্ষেপ করেনি।
* মহামান্য রাষ্ট্রপতি সব দলের সাথে আলোচনা করে সার্চ কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠন। কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা। আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।
* ১৯৭৩ সালে প্রণীত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা। রায় পাওয়া শুরু। রায় বাস্তবায়নও হবে। বাঙালি জাতি গ্লানিমুক্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত।

(ণ) সুশাসন প্রতিষ্ঠা:

* মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, নির্বাচন কমিশনসহ প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা।
* প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখা। আদালত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কর্মকান্ড পরিচালনা। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন।
* মিডিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অষ্টম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়েদাদ ঘোষণা। ১৫টি স্যাটেলাইট টিভির অনুমোদন প্রদান। কমিউনিটি রেডিও চালু।
* মিডিয়ার স্বাধীনতার অপব্যবহার রোধে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি বাড়াতে মিডিয়াকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের ইমেজ ও স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে।
* আমরা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা নিশ্চিত করেছি। অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের সুযোগ আর নেই।
* আগামী ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত সংসদ অধিবেশন চলবে। পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন হবে। যদিও বিএনপি নেত্রী বলেছেন নির্বাচন হবে না। গণতন্ত্র উনার পছন্দ নয়।
* সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সংবিধানের আলোকে বিরোধী দলের যেকোনো পরামর্শ আমরা বিবেচনায় নিতে তৈরি আছি।
* আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। এর মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলবো। এ লক্ষ্য অর্জনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে যেখানে আছেন সেখান থেকেই অবদান রাখতে হবে।
* এভাবেই আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবো।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।